ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 054 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫৪ ● কলকাতা ● ১২ ফাল্গুন , ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 213

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ জায়গায় দানা সুরক্ষিত আছে, ওখানে কখনও গিয়ে প্রাপ্ত করতে পারা যাবে। ওটা একরকম আমাদের সুরক্ষিত ভাণ্ডার।

আমাদের ঐ সুরক্ষিত ভাণ্ডার শেষ করা উচিত নয়। আমাদের ঐ সুরক্ষিত ভাণ্ডারকে আপতকালীন সময়ের জন্য সুরক্ষিত রাখা উচিত। আমাদের আজ নতুন জায়গার খোঁজ করা উচিত।

ক্রমশঃ

আমার ছেলেও TMC করত', মুখ খুললেন জঙ্গি উমরের মা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ধৃত জঙ্গি উমর ফারুক তৃণমূল কর্মী । তাঁর পরিবারও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। দাবি উমর ফারুকের পরিবারেরই। আর এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দাবি, তৃণমূল জামাত সহ জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে আঁতাত করেছে। জঙ্গিদের ব্যবহার করা হবে ভোটের কাজেও। ধৃত জঙ্গি উমর ফারুকের মা টিভি৯ বাংলাকে বলেন, " আমরা তৃণমূল পার্টি করি।বহু মানুষ এসেছে এখানে। ভাল কাজের জন্যও এসেছে, দলকে ব্যবহার করার জন্যও আছে। সেটা দেখছে।" সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু থেকে গ্রেফতার করা হয় আট সন্দেহভাজনকে। পাকিস্তান-বাংলাদেশ একযোগে ষড়যন্ত্র করছিল ভারতের বিরুদ্ধে। তবে প্ল্যান সফলের আগেই গ্রেফতার তারা। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গি যোগে মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাদ, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শাহিদ ও মহম্মদ উজ্জ্বল নামক ছয় অভিযুক্তকে তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলার পোশাক ফ্যাক্টরি থেকে গ্রেফতার করা হয়। সেই সময়ই মালদহ থেকে গ্রেফতার হয়

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

লাগানো থাকবে GPS, বাহিনীকে বসিয়ে রাখলেই, রাজ্যকে বড় বার্তা কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোনও 'জামাইষষ্ঠীর' নিমন্ত্রণ নয়, যে এলাম আর জামাইয়ের মত চুপচাপ বসে থাকলাম। কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে ভোটের কাজে, শান্তি রক্ষার কাজে, সেটা তাঁদের করতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কেমন ভাবে ব্যবহার করা হবে সেই প্রসঙ্গেই এমন মত প্রকাশ সিইও দফতরের ।সব মিলিয়ে মোট ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোটের আগে রাজ্যে দায়িত্ব নেবে। কমিশনের দাবি, সমন্বিত প্রস্তুতি ও কঠোর নজরদারির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই এখন মূল লক্ষ্য ।এমনকি নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত অযথা ঘোরাঘুরিও যাতে কেউ না করে এবার তেমন ব্যবস্থাই করতে চলেছে কমিশন । বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এলে শাসক দল তৃণমূল অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তোলে। কিন্তু অনেকাংশেই অভিযোগ ওঠে যে, বাহিনী ঠিক মতো কাজ করে না, খাওয়া-দাওয়া করে, ভোট শেষে চলে যায়! কিন্তু এবার কমিশন কড়া অবস্থানই নিয়েছে। স্পষ্ট কথা - এটা মনে করে নেওয়া ঠিক হবে না যে রাজ্য পুলিশ ওদের চালনা করবে। বাহিনীর কমান্ড্যান্ট আছেন, তাঁরাও বিষয়টি দেখবেন। কমিশন সূত্রে স্পষ্ট বার্তা, যেখানে সমস্যা চিহ্নিত হবে, সেখানেই পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী । তবে রাজ্য পুলিশের সহায়তায়ই তা কার্যকর করা হবে। বৈঠকে বাহিনী মোতায়েনের নীতিগত কাঠামোও চূড়ান্ত হয়েছে। কোথায় কত বাহিনী রয়েছে, কোথায় অতিরিক্ত প্রয়োজন - সবই বিশদে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাহিনীর যানবাহনে থাকবে জিপিএস ব্যবস্থা। কমিশনের পক্ষ থেকে সেই গতিবিধি নজরদারি করা হবে। যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে বাহিনীকে অন্যত্র ঘোরানো না যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। আগে অনেক সময় দেখা গেছে, ভোটের দিন কোনও এলাকায় ঝামেলা হলে বাহিনী অনেক দেরি করে গেছে। অভিযোগ থাকে, রাজ্য পুলিশই ইচ্ছা করে তাদের ঘুরপথে নিয়ে যায়। এবার যাতে তেমনটা না হতে পারে সেই জন্য জিপিএস ব্যবস্থা।

স্পষ্ট করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিজস্ব কমান্ড কাঠামো রয়েছে। তাদের পরিচালনায় রাজ্য পুলিশ একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত পোর্টাল ব্যবস্থাতেও নজরদারি জোরদার হয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরাই প্রবেশাধিকার পাবেন। কমিশনের কোনও সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকবে না। তবে আধিকারিকদের দেওয়া মন্তব্য ডিজিটাল চিহ্ন হিসেবে নথিভুক্ত থাকবে।

প্রথম দফায় ১ মার্চ রাজ্যে পৌঁছবে ২৪০ কোম্পানি। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ১১০, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৫৫, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর ২১, তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর ২৭ এবং সশস্ত্র সীমা বলের ২৭ কোম্পানি থাকবে।

দ্বিতীয় দফায় ১০ মার্চ আরও ২৪০ কোম্পানি আসবে। সেই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ১২০, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ৬৫, শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর ১৬, তিব্বত সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর ২০ এবং সশস্ত্র সীমা বলের ১৯ কোম্পানি মোতায়েন হবে।

রাজ্যের একাধিক কোর্টে বোমাতঙ্ক! পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লিতে একাধিক আদালতের বিস্ফোরণের হুমকিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। পরে জানা গিয়েছিল সেসবই ছিল উড়ো হুমকি। এবার দিল্লির কায়দায় রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে এল হুমকি ইমেল। কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, চুঁচুড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বহরমপুর, কাঁথি আদালত চত্বরে এই হুমকি ইমেল এসেছে বলে খবর।দ্রুত প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ঘিরে ফেলা হয় ওইসব আদালত চত্বর। মাইকিং করে আইনজীবি, আদালতের কর্মী, সাধারণ মানুষদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নিফার ডগ দিয়ে আদালতগুলিতে শুরু হয় তল্লাশি। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরাও সেখানে কাজ শুরু করে। দুপুর পর্যন্ত কোনও আদালত থেকেই বিস্ফোরক উদ্ধার হয়নি বলে জানা গিয়েছে।ঘটনা জানাজানির পরই ওইসব আদালত চত্বর ফাঁকা করে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বম্ব স্কোয়াড ও স্নিফার ডগ অল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। কারা এই হুমকি ইমেল দিল? নিছক মজা নাকি নাশকতার ছক? সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে।

এদিন দুপুরে সাংবাদিকের মুখোমুখি হন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযুষ পাণ্ডে, কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানিয়েছেন,

এরপর ৩ পাতায়

ভারতকে চিকিৎসার বৈশ্বিক গন্তব্য করবে সরকার: স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা

বেবি চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা বলেছেন, ভারতকে গুণমানপূর্ণ চিকিৎসার বৈশ্বিক গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অ্যাডভান্টেজ হেলথকেয়ার ইন্ডিয়ার অষ্টম সংস্করণের অনুষ্ঠানে একটি

ভিডিও বার্তায় তিনি এই বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন, চিকিৎসা ভ্রমণকে সরকার সহযোগিতা ও আস্থা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছে, যা বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মানুষে-মানুষের সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। শ্রী নাড্ডা আরও উল্লেখ করেন, ভারতের অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসা পেশাদাররা এবং আধুনিক স্বাস্থ্যপরিষেবা পরিকাঠামো হৃদরোগ, ক্যান্সার,

এরপর ৬ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাজ্যের একাধিক কোর্টে বোমাতঙ্ক! পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে

বিচারকদের নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। কে বা কারা এই ইমেল করেছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। সাইবার ক্রাইম বিভাগ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ইমেলের উৎস বার করার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষ ও আইনজীবী, বিচারকদের নিরাপত্তার সব দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে প্রশাসনের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি দিল্লিতে আদালত উড়িয়ে দেওয়ার একাধিক হুমকি এসেছিল। জঙ্গিদের নিশানায় দিল্লির বিচারভবন? সেই প্রশ্ন উঠেছিল। পুলিশ-প্রশাসন, বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চলেছিল। কিন্তু কোনও বোম বা বিস্ফোরণের কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি। 'ভুয়ো হুমকি' দেওয়া হয়েছিল বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছিল। এবার সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বাংলার একাধিক আদালতে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। আদালত চত্বর উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় আদালতে!

জানা গিয়েছে, কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হুমকি ইমেল আসে। সেই ইমেল আসার পরেই আদালত চত্বর ফাঁকা করে দেওয়া হয়। পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায়। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, রাজ্যের একাধিক আদালতে একইভাবে হুমকি ইমেল এসেছে! বেলা গড়াতেই জানা যায় চুঁচুড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বহরমপুর, কাঁথি-সহ একাধিক আদালতে এই হুমকি ইমেল এসেছে। প্রতিটি ইমেলেরই বয়ান, আদালতের বিশেষ জায়গায় বোমা রাখা রয়েছে।

কেরলের নাম বদলে সায় মোদি সরকারের, কেন্দ্রের দ্বিচারিতাকে তোপ মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেরালার নাম বদলে কেরলম রাখায় অনুমোদন দিয়েছে মোদি সরকার। এরপরেই বাংলার সঙ্গে দ্বিচারিতা করার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেরালায় বিজেপি এবং সিপিএমের 'যোগের' কারণেই নাম পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। বাংলাতে দীর্ঘদিন ধরে বলা সত্ত্বেও নাম পরিবর্তন হচ্ছে না।কেরালাকেন্দ্রের কাছে রাজ্যের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে কেরলম-এ পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছিল। বিধানসভার এই প্রস্তাবের পরেই মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নাম পরিবর্তনে সম্মতি জানায়।কেরালার নাম পরিবর্তনে অনুমোদন মেলার পরেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বার বার বলা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন নয় কেন? এখানেই কেরালার বাম সরকার ও কেন্দ্র সরকারের যোগ রয়েছে। সেটা এই কাজেি স্পষ্ট বলে জানা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বাংলা বিরোধী বলে বাংলার নাম পরিবর্তন করতে চাইছে না। বাংলার মণীষিদের অসম্মান করে। আমরা সকলকেই ভালবাসি। কিন্তু ওরা বাংলার বিরোধী তা স্পষ্ট হয়ে গেল। সব রাজ্যের নাম বদল হয় তাহলে বাংলার নাম বদল হচ্ছে না কেন? এখানেও বাম আর বিজেপির সেটিং এর কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বার বার বলা হয়েছে বিধানসভায় ২ থেকে ৩ বার বাংলা পাস করানো হয়েছে। ভোটের সময় এই রাজ্যকে বাংলা বলা হয়। কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না।

২০২৪ সাল থেকে বাংলার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল। বলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ নাম বদলে সব ভাষাতেই 'বাংলা' লেখা হোক। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের প্রস্তাবিত নাম প্রায় একরকম হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কিন্তু কেরালায় নাম বদলে অনুমোদন মিলে গিয়েছে। এতেই দ্বিচারিতার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। কেরালায় বিধানসভা নির্বাচনের এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

দেশের সঙ্গে সংসদীয় বন্ধুত্বে ভারত, ফের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লোকসভার স্পিকার শ্রী ওম বিড়লা ৬০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে সংসদীয় বন্ধুত্ব গোষ্ঠী গঠন করেছেন। এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি মহাদেশ জুড়ে আইন প্রণয়নমূলক আলোচনা আরও গভীর করার এবং কাঠামোগত সহযোগিতা জোরদার করার সচেতন প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।এই উদ্যোগটি প্রধানমন্ত্রীর অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ের বহুদলীয় প্রচারের উপর ভিত্তি করেই নেওয়া হয়েছে যা প্রমাণ করে যে জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তার বিষয়ে ভারত দলীয় লাইনের বাইরেও ঐক্যবদ্ধ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততায় একত্রিত করে জাতীয় উদ্দেশ্যের বোধকে সংঘবদ্ধ করাই মূল লক্ষ্য।যেসব দেশের সঙ্গে সংসদীয় বন্ধুত্ব গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, জার্মানি, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভুটান, সৌদি, ইজরায়েল, মালদ্বীপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইইউ সংসদ, দক্ষিণ কোরিয়া, নেপাল, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, ওমান, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি।সংসদীয় বন্ধুত্ব গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্য হল ঐতিহ্যবাহী কূটনীতিকে আরও দৃঢ় এবং অর্থপূর্ণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিপূরক করে তোলা। সংসদ সদস্যদের বিদেশে তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম করে, এই উদ্যোগটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সর্বোত্তম অনুশীলন ভাগ করে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কবে হবে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ,

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের এসআইআর-এর কাজ দ্রুত মেটানোর জন্য ফের সামনে এলো বড় নির্দেশ। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ছিলো এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি। কী বলল আদালত? সুপ্রিমকোর্ট এদিনও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের সুবিধার জন্য এসআইআর-এর রুল সম্পর্কে অবগত করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আধার কার্ড এবং অ্যাডমিট কার্ড গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে মান্যতা পাবে। দায়িত্বে থাকা জুডিশিয়াল অফিসারকে তথ্য এবং নথির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বোঝানোর দায়িত্ব থাকবে ইআরও এবং এইআরও-দের।সুপ্রিম নির্দেশে আগেই এসআইআর সংক্রান্ত তথ্যগত অসঙ্গতি এবং নথি যাচাইয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চকে নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।আর এবার মঙ্গলবার এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির একটি রিপোর্ট জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানান, কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে এই কাজের জন্য পর্যাপ্ত লোকের অভাব রয়েছে। প্রতি দিন ২৫০টি করে নিষ্পত্তি করলেও, প্রায় ৮০ দিন সময় লাগবে।

এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায় যে, পুরো পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অবসরপ্রাপ্তদের পাশাপাশি ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে বিচারকদের নেওয়া যাবে। ওই দুই রাজ্যের হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্যও অনুরোধ করেন তিনি। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আমাদের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এসআইআর এর তথ্যগত অসংগতির নথি যাচাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত জুডিশিয়াল অফিসারের অভাব রয়েছে।

রাজ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি এবং আনম্যাপডের তালিকা রয়েছে। বিচারক পদমর্যাদার ২৫০ জন জুডিশিয়াল অফিসারকে প্রায় ৫০ লক্ষ নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কাজে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিন বছর বা তা বেশি সময়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিভিল জজ (সিনিয়র ও জুনিয়র ডিভিশন) পদমর্যাদার অফিসারদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। প্রতিদিন একজন জুডিশিয়াল অফিসার ২৫০ টি করে শুনানির নিষ্পত্তি করলেও ৮০ দিন সময় লাগবে। তাই সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্যের বিচারপতি ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ছাড়াও ওড়িশা এবং ঝাড়খন্ড থেকে বিচারকদের নিয়ে আসা হবে। এই দুই রাজ্যের প্রধান বিচারপতিকে এই কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করব।কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কোনও আবেদন এলে তা সহানুভূতির সঙ্গে এবং জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে ঝাড়খন্ড ও ওড়িশার প্রধান বিচারপতি কে।' এক্ষেত্রে ভিন রাজ্যের বিচারপতিদের আসা-যাওয়া এবং থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা এবং খরচ বহন করতে হবে কমিশনকে বলে জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠাসতম পর্ব)

সাহায্য করা এবং আশ্রয় প্রদানের অভিযোগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য ১৯১৬-র ১১ ডিসেম্বর বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন। সে-খবর পেয়েই শ্রীমা চটজলদি মঠের তৎকালীন সম্পাদক সারদানন্দ এবং জোসেফিন ম্যাকলাউডকে পাঠালেন কারমাইকেলের কাছে। মা বুঝিয়ে বলতে বলেন যে, বেলুড় মঠকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তা ব্রিটিশ সরকারেরই বিড়ম্বনা বাড়াবে। শেষ পর্যন্ত কারমাইকেলের হস্তক্ষেপে ব্রিটিশ সরকার বেলুড় মঠকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

দেশের সঙ্গে সংসদীয় বন্ধুত্বে ভারত, ফের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে অভিষেক

নেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে।

এই ধরনের কাঠামোগত সম্পৃক্ততা পারস্পরিক দেশগুলির বোঝাপড়াকে আরও গভীর করে, প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা তৈরি করে এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলবে বলেই বিশ্বাস। বিশেষ এই প্রতিনিধি দলে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সংসদের সচিবালয় থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই বন্ধুত্ব গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন সংসদ সদস্যদের একত্রিত করছে। এই প্রক্রিয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রতিনিধিত্বমূলক এবং বহুত্ববাদী চরিত্রকে প্রতিফলিত করে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন দলের নেতারা এই গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব দেবেন, বিশ্ব মঞ্চে একটি ঐক্যবদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসী গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর তুলে ধরবেন তাঁরা।

নিয়মিত মতবিনিময়, অধ্যয়ন পরিদর্শন, নীতিগত সংলাপ বিনিময় এবং মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে, বন্ধুত্ব গোষ্ঠীগুলি সংসদীয় পদ্ধতির বাইরেও সহযোগিতাকে সহজতর করবে। আলোচনায় বাণিজ্য, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, সামাজিক নীতি, সংস্কৃতি, টেকসই উন্নয়ন এবং ভাগ করা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই গ্রন্থে চামুণ্ডার বর্ণনা অনুযায়ী তিনি লম্বোদরী। অর্থাৎ এখানে রঙ্কিণী রূপ নয়, ক্ষুৎক্ষামা নন তিনি; কাজেই চামুণ্ডা এখানে কালীস্বরূপা বললে ভুল নয়। এবং এখানে চামুণ্ডা হলেন সর্বসত্ত্বশঙ্করী, অর্থাৎ তাঁর সর্বপ্রাধান্যের সূচনা ঘটেছে বলতে পারি ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

চারদিনে ৭০ লক্ষ নথি দেখা সম্ভব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআরের চূড়ান্ত যাচাই প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করলেন হাই কোর্ট নিযুক্ত বিচারকরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে হাই কোর্ট নিযুক্ত বিচারকরা ভোটারদের তথ্যগত অসঙ্গতির বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে তা নিষ্পত্তি করবেন। তবে আজ সোমবার এই প্রক্রিয়ার শুরুতেই ওটিপি-সহ বেশ কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়।সিইও দপ্তর জানাচ্ছে, পোর্টালে কীভাবে নথি আপলোড, যাচাই ও মুছে ফেলা হবে-সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়। এছাড়া বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা কীভাবে নথি পরীক্ষা করবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন, আবেদন গ্রহণ বা বাতিল হলে তার কারণ কীভাবে জানাবেন সবটাই এদিন হাই কোর্ট নিযুক্ত আধিকারিকদের দেখানো হয়। কমিশনের দাবি, পুরো প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক এবং আইনের দিকগুলি মাথায় রেখেই এগনো হচ্ছে।যদিও তা অনেকটাই মিটিয়ে ফেলা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এদিকে সুপ্রিম নির্দেশ মেনে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। হাতে সময় মাত্র চারদিন! এই অবস্থায় প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষের তথ্য যাচাই কীভাবে করা সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিদিন এসআইআর সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট হাই কোর্টে দিতে হবে বলে নির্দেশ প্রধান বিচারপতির।

সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন নির্দেশ সামনে আসার পর থেকেই দফায় দফায় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, মুখ্যসচিব-সহ শীর্ষ আধিকারিক দের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এমনকী আজ সোমবারও একটি বৈঠক হয়। যেখানে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যসচিব-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, সেই বৈঠকেই বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা কীভাবে নথি যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আবেদন গ্রহণ এবং বাতিল কীভাবে সেই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়। কেন বাতিল তাও জানানো যাবে। শুধু তাই নয়, কী কাজ হয়েছে এবং কোন নিয়ম মেনে আগামিদিনে এগোতে হবে, তা নিয়েও একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা এদিনের বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে খবর।

হাই কোর্ট সূত্রে জানা যাচ্ছে, এদিন বৈঠকে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্ধারিত নির্দেশিকার বাইরে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। এদিনের বৈঠকে নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে পোর্টাল কমিশন তৈরি করেছে তাও দেখানো হয়। শুধু তাই নয়, পুরো প্রক্রিয়া কীভাবে হবে এবং বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয় কমিশন।

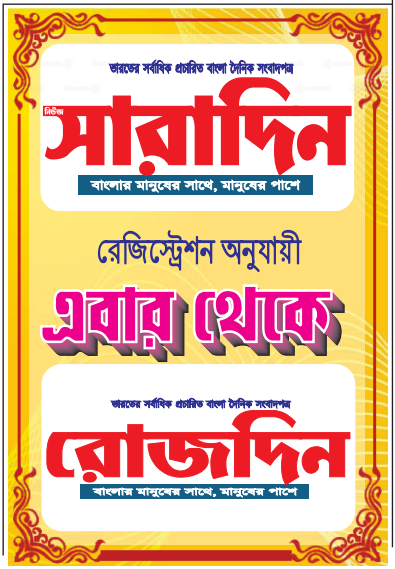

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

রাষ্ট্রপতিকে বন্দি বানানোর জের, মোল্লা ইউনূসের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশের ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরেই মোল্লা ইউনূসের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে। বিস্ফোরক সব অভিযোগ করে মুখ খুলেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। সংবিধানকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন ইউনূসের বিরুদ্ধে, এমনকি তাঁকে না জানিয়ে বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিদেশ সফরে যেতে না দেওয়ার অভিযোগও

তুলেছেন।সাহাবুদ্দিনর

অভিযোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোহসিন রশীদও বলেছেন, রাষ্ট্রপতিকে তাঁর সাংবিধানিক

দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, " রাষ্ট্রপতিকে ভয় দেখিয়ে মানসিক চাপে রাখা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো নথিতে সই করানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সহযোগিতা না করলে রাষ্ট্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে পারত। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রতীক, তাকে যথাযথ সম্মান না দেখানো রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার শামিল। এমনকি ইউনূসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে 'চোর' বলার অভিযোগও এনেছেন মোহসিন রশীদ। তাঁর দাবি, প্রেস উইং অপসারণ, বঙ্গভবন ঘেরাও এবং রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের চেষ্টা এসব ছিল রাষ্ট্রীয় শিষ্টাচারবিরোধী কর্মকাণ্ড। এসব ঘটনার সঙ্গে ড. ইউনূসের যোগ বা নীরব সমর্থন ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি বা কমিশন গঠন করা উচিত বলেও দাবি করেছেন তিনি।এই অভিযোগ সামনে আসার পরেই এবার ইউনূসের বিরুদ্ধে করা হল দেশদ্রোহের মামলা।

ক্ষমতা থেকে সদ্য সরে যাওয়া অন্তবর্তী সরকারের প্রধান ইউনূসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে মামলা করার কথা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মোহসিন রশীদ। তিনি বলেছেন, ইউনূসের কর্মকাণ্ড শুধু সংবিধান লঙ্ঘনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা রাষ্ট্রদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে। তিনি জাফ জানিয়েছেন, বর্তমান সরকার যদি এই সমস্ত কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেয় তাহলে তিনি নিজেই আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। মোহসিন রশীদ বলেছেন, "হাসিনার সরকারের পতন ও তাঁর দেশত্যাগে প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হওয়ার পর রাষ্ট্রপতিই একমাত্র সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। বাংলাদেশের বিকাশের জন্য সেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগ না রাখা, নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে সেই সম্পর্কে না জানানো এবং সাংবিধানিক নীতিকে উপেক্ষা করা গুরুতর অপরাধ। এটি শুধু সংবিধান লঙ্ঘন নয়, ইটস ট্রিজন।'

(২ পাতার পর)

ভারতকে চিকিৎসার বৈশ্বিক গন্তব্য করবে সরকার: স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা

অঙ্গ প্রতিস্থাপন, অর্থোপেডিক্স এবং নিউরোসায়েন্সসহ বহু বিশেষায়িত ক্ষেত্রে উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদান করছে। এই সক্ষমতা ভারতকে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা পর্যটনের শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রে পরিণত করবে। যা দেশের স্বাস্থ্য খাতের দ্রুত উন্নয়ন এবং আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রকল্পের সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। ২০২৪ সালের জুন থেকে এই পদে দায়িত্ব পালনকারী নাড্ডা স্বাস্থ্য খাতে নতুন উদ্ভাবন ও গবেষণায় গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই উদ্যোগগুলি নয় শুধু চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করবে বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে।

(১ম পাতার পর)

আমার ছেলেও TMC করত', মুখ খুললেন জঙ্গি উমরের মা

উমরকে।আমার ছেলেও তৃণমূল করত। আমাদের কেউ নেই। আমরা কাকে ধরব...কী করব।" বিজেপি নেতার বিস্ফোরক দাবি, তাঁর ওপর হামলার অভিযুক্তরাও জঙ্গি বা জামাতের সদস্য। বস্তুত, খগেন মুর্মুর উপর সম্প্রতি হামলা চালানো হয়েছিল।

দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেই ঘটনার দায়ও খগেন চাপিয়েছে জঙ্গিদের উপর। মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে চাপাই নবাবগঞ্জে একতরফা জয় পেয়েছে উগ্র মৌলবাদী শক্তি জামাতে ইসলাম। যারা বার বার ভারত বিরোধিতায় নেমেছে।

আর এই রাজ্যের শাসক দল সেই উগ্র মৌলবাদী শক্তির সঙ্গেই হাত মিলিয়েছে বলে দাবি করেছেন খগেন মুর্মূ। তৃণমূলের মদতেই জঙ্গিরা এপারে এসে তৃণমূলের আশ্রয়েই বেড়ে উঠছে এবং দেশ বিরোধী কার্যকলাপ ও নাশকতা চালানোতে লিপ্ত থাকছে বলে দাবি খগেনের। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের কিছু লোক যাঁরা সন্ত্রাসী তাঁদের নিয়েই তৃণমূল ঘর করছে। তৃণমূল এদের উপরই নির্ভরশীল।

নয়ত রেজাল্ট ভাল হয় কী করে?" অপরদিকে, এই বিষয়ে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরীও বলছেন, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্ক থাকতে হবে সাধারণ মানুষকে। তবে ইশা যদিও বলেছেন, "প্রমাণ ছাড়া আমি কথা বলব না। এটা তো অনেক বড় মন্তব্য যে জঙ্গিদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগসাজশ আছে। তাই সেটা প্রমাণ ছাড়া বলব না।" জঙ্গিরা যে তৃণমূলে আছে তা এড়িয়ে যেতে পারছেন না তৃণমূলের মালদা জেলার চেয়ারপারসন চৈতালী সরকারও। তিনি বলেন, "জঙ্গিরা বর্ডার দিয়ে ঢুকলে সেটা দেখবে বিজেপি সরকার। বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব ওদের। তৃণমূলের উপর এটা চাপাতে চাইছে। আর আমাদের দল অনেক বড় দল।

সিনেমার খবর

কেন ভেঙেছিল মিঠুন চক্রবর্তী ও মমতার বিয়ে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর এবং অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী একটা সময় দুজনেই জীবনে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় ঘর বাধার কথা ছিল এ তারকা জুটির। এমনকি দুজনের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। আর ঠিক হয়ে গিয়েছিল বিয়ের দিন-তারিখও। তবে আচমকাই শেষ মুহূর্তে এসে তা ভেঙে যায়। কী কারণ ছিল এর পেছনে?

আসলে অভিনেত্রীর সঙ্গে তার বর্তমান স্বামীর প্রেমপর্ব যখন চলছিল, ঠিক তখনই জীবনে আসে মিঠুন চক্রবর্তী। নিবেদিতা অনলাইনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মমতা শঙ্কর কেন সাতপাকে ঘোরা হয়নি, জানালেন সেই কথা।

এ বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বলেন, 'বাপিদার (চন্দ্রদয় ঘোষ) সঙ্গে আমার তখন বিয়ের কথা চলছিল। এরপর মৃগয়ার শুটে আলাপ মিঠুনের সঙ্গে। বাপিদার সঙ্গেও মিঠুনের আলাপ করিয়েছিলাম আউটডোর শুটে যাওয়ার আগে। সেটে যে কোথা থেকে কী হয়ে গেল বুঝিনি। আমি অনেক কষ্টে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম যে, বাপিদাকে আমি ঠকাব না। কিন্তু কীভাবে কী হয়ে গেল বুঝতে পারিনি।

কিন্তু প্রেম পেল না পরিণতি। মমতা শঙ্কর বলেন, মিঠুনের বাড়ির লোকের সঙ্গেও তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। অভিনেতার বোনেরা সবসময় খোঁজখবর নিতেন হবু বৌদির। তবে এত কিছুর পরও মিঠুনই বেঁকে বসেন বিয়ে থেকে। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হননি। আরও কিছুটা সময় চেয়েছিলেন। সদ্য হিট আসতে শুরু করেছিল তার ক্যারিয়ারে। সেসব জলাঞ্জলি দিয়ে ছাদনাতলায় তখনই যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তার। শুধু তাই নয়, বম্বেতে (অধুনা মুম্বাই) একাধিক নারীর সঙ্গে নাম জড়াতে থাকে মিঠুন চক্রবর্তীর। সব মিলিয়েই পুরোনো প্রেমিক। অর্থাৎ বর্তমান স্বামী বাপিদা ওরফে চন্দ্রদয় ঘোষের কাছেই ফিরে যান তিনি।

কয়েক দিন পর ফোন করেছিলেন হবু শাশুড়ি। ফোন করে জানালেন তার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে। অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর বলেন, ও ফোনটা ধরে এমন করে কথা বলা শুরু করল যেন, আমাদের মধ্যে কিছুই হয়নি। আমি তো ওর গলা শুনে কেঁদে অস্থির। মিঠুন আমাকে বলল— মমতা আই হেট টিয়ার্স! আমি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। ফোন রাখতে চাইল, বলল— কথা দাও ফোন করবে। তবে কাল না পরশু ফোন কর। এরপর নিজেই বলল— কাল একটা মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। আমার জন্য নয়, বন্ধুর। আর আমি প্রশ্ন করলাম— তোমার জন্য দেখবে কবে? ওপাশ থেকে উত্তর এলো— আমি তো সেই কবেই দেখে রেখেছি।

যশের কাঁধে মাথা রেখে কী বার্তা দিলেন নুসরাত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভ্যালেনটাইনস ডে। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বলেই কথা। আর এই বিশেষ দিনে ডায়েটে কোনোরকম ফাঁকি দেননি টালিউড অভিনেতা যশ ও অভিনেত্রী নুসরাত জাহান দম্পতি। নিজেদের ফিটনেসের কথা মাথায় রেখেই স্পেশ্যাল দিনটি উদযাপন করেছেন তারা ভিন্নভাবে।

এ তারকা দম্পতির দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে যতই বিতর্ক হোক না কেন। তাদের ভালোবাসায় কোনো দিনই ভাটা পড়েনি। পূজা-পার্বণ-ঈদ-ক্রিসমাস— সবই একসঙ্গে পালন করে থাকেন এ তারকা দম্পতি।

একটা সময় ভ্যালেনটাইনস ডে নিয়ে মাতামাতি ছিল পশ্চিমে। এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। বলিউড তো বটেই পিছিয়ে নেই টালিউডও। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু পরিকল্পনা রয়েছে সঙ্গীদের নিয়ে।

টালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি যশ দাশগুপ্ত ও নুসরাত জাহান। ভালোবাসা দিবস তারাও পালন করলেন নিজেদের মতো করে। দুজনেই একগুচ্ছ ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন। একটি ছবিতে দেখা গেছে, নুসরাতে হাতে লাল রঙের গোলাপ। অন্য ছবিটিতে যশের কাঁধে মাথা রেখে ছবি তুলেছেন নুসরাত। হাতে সুন্দর একটি কেক। প্রেম দিবস উপলক্ষ্যে অন্যরা যখন রেস্তোরাঁয় ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করছেন, তখন এই দম্পতি নিজেদের ভালোবাসার উদযাপন করছেন বাড়িতে 'সুগার ফ্রি' কেক কেটে।

বিশেষ দিন বলে ডায়েটে কোনো রকম ফাঁকি দেননি যশ-নুসরাত। নিজেদের ফিটনেসের কথা মাথায় রেখেই স্পেশ্যাল দিনটি উদযাপন করেছেন তারা। তবে খাবারের দিকে যতই কাটছাঁট হোক না কেন, ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র খামতি পড়েনি।

যেমন যশ বিভিন্ন ট্রিপের ছবি পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। তবে ছবির ক্যাপশনে ভারি ভারি কথা নয়, অভিনেতা লিখেছেন— শুধু আমরা, হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস।

অন্যদিকে নুসরাত যশের কাঁধে মাথা কেক হাতে ছবি দিয়েছেন। রিটার্ন গিফট হিসেবে কেক হাতে যে ছবি রয়েছে, তার ক্যাপশনে নুসরাত লিখেছেন— তুমি সানন্দে এটা খেতে পারো। কারণ এটি সুগার ফ্রি।

রোহিত-রণবীরের পর হিমাংশীকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকিবার্তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। বলিউড পরিচালক রোহিত শেঠি ও রণবীর সিংয়ের পর এবার 'বিগ বস'খ্যাত অভিনেত্রী হিমাংশী খুরানা হুমকিবার্তা পেয়েছেন। সেই সঙ্গে ১০ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে।

পাঞ্জাবের অভিনেত্রীর অভিযোগ, তার কাছে হুমকিবার্তা এসেছে বিষ্ণোই-ঘনিষ্ঠ এবং বাবা সিদ্দিকী হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত জিশান আখতারের। ১০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে মোহালি পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

শুক্রবার সকালে নতুন করে রোহিত শেঠি ও রণবীর সিংয়ের কাছে হুমকিবার্তা আসে। হাড়হিম অডিও ক্লিপে হুমকিদাতা বলছেন— এমন হাল করব, সাতজন্ম মনে রাখবি।

এমন বার্তা পেয়েছেন অভিনেত্রী হিমাংশী খুরানা। মেইলের সঙ্গে অডিওবার্তাও সংযুক্ত করা ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। এবং প্রতিটি বার্তাতেই জিশান তার কাছে ১০ কোটি টাকা চেয়েছেন। ইতোমধ্যে তার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

বিষ্ণোই ঘনিষ্ঠ জিশান আখতার বাবা সিদ্দিকী হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত আসামি। তার বেশ কয়েকটি হাইপ্রোফাইল অপরাধের সঙ্গেও জড়িত। জেলে থাকার সময় গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল বলে জানা গেছে। এবং বিষ্ণোইয়ের নির্দেশে তার গ্যাংয়ের হয়ে জিশান নানা কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন বলেও জানা যাচ্ছে।

এদিকে দিন কয়েক আগেই পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়ে রোহিত শেঠির বাড়ির কাচের বারান্দা ঝাঁজরা করে বুক ফুলিয়ে দায় স্বীকার করে নিয়েছিল কুখ্যাত বিষ্ণোই গ্যাং। কয়েক দিনের ব্যবধানে রণবীর সিংয়ের কাছেও ১০ কোটি রুপি চেয়ে হুমকি দিয়েছে। এরপরই ঘটনার তদন্তে নামে মুম্বাই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

সংশ্লিষ্ট ঘটনায় দুই অভিনেতার ম্যানেজারের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রোহিতের বাড়িতে হামলা চালানো চার অভিযুক্ত স্বপ্নিল সাকাত, আদিত্য গায়কী, সিদ্ধার্থ ইয়েনপুরে এবং সমর্থ পোমাজিকে নিয়ে অপরাধ দৃশ্যের পুনর্নির্মাণও করা হয়। সব মিলিয়ে গ্যাংস্টার-দৌরাত্ম্যে বিনোদন দুনিয়ায় এ মুহূর্তে নয়ের দশকের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাই বাড়তি সতর্ক পুলিশ।

‘হ্যান্ডশেক করা না করা খেলোয়াড়দের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছর এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হ্যান্ডশেক বিতর্ক শুরু। বিতর্কিত সেই ইস্যুতে ভারতের কিংবদন্তি স্পিনার হরভজন সিং বলেছেন, ‘এটা পুরোপুরি খেলোয়াড়দের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কোনো বইয়ে লেখা নেই যে ম্যাচ শেষে হাত মেলাতে হবে বা আলিঙ্গন করতে হবে। স্রেফ মাঠে নামো এবং নিজেদের উজাড় করে খেলো।’

অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা ম্যাচ শেষে একসঙ্গে আড্ডা দেন, সেই উদাহরণ টেনে ‘ভাজ্জি’ বলেছেন, ‘যদি মনে হয় যে, ম্যাচের পর হাত মেলানো দরকার বা আলিঙ্গন করা উচিত...সেটা ঠিক আছে। যদি আমরা অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের কথা বলি, তারা ম্যাচের পর একসঙ্গে বসে। ক্রিকেটকে ক্রিকেট হিসেবেই দেখা উচিত।’

সবশেষ এশিয়া কাপে চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে টসের পর ইচ্ছে করেই ‘হ্যান্ডশেক’ করেনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

খেলা শেষে রীতি অনুসারে ‘হ্যান্ডশেক’ করার জন্য পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলেও গৌতম গম্ভীরের শীষ্যরা ড্রেসিংরুমে ফিরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। শুধু তাই নয়, টুর্নামেন্টের ফাইনাল শেষে আয়োজক হিসেবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতির হাত থেকেই ট্রফি বুঝে নেওয়ার কথা ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের।

কিন্তু এসিসি সভাপতি পাকিস্তানি হওয়ায় মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানায় ভারতীয় ক্রিকেট দল। যে কারণে বাধ্য হয়ে দীর্ঘ সময় মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রফি নিয়ে হোটেলে ফেরেন এসিসি সভাপতি মহসিন নকভি।

ট্রফি ফিরে পেতে অনেক দেন-দরবার করে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। কিন্তু কোনো দেন-দরবারে কাজ হয়নি। আজও পর্যন্ত এশিয়া কাপের ট্রফি বুঝে পায়নি ভারত।

এসিসির নতুন সভাপতি আসার আগ পর্যন্ত ভারত এশিয়া কাপের ট্রফি পাবে বলে মনে হচ্ছে না। তার কারণ মহসিন নকভি বলে দিয়েছেন, ভারত যদি এশিয়া কাপের ট্রফি নিতে চায় তাহলে নকভির হাত থেকেই নিতে হবে।

এশিয়া কাপের সেই ‘হ্যান্ডশেক’ বিতর্ক ফের আলোচনায়। তার কারণ, আজ রোববার শ্রীলংকার কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।

বাবর-শাহীন-শাদাবকে ছেটে ফেলতে বললেন আফ্রিদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ভরাডুবি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখালেন সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। তিনি বলেছেন, সিনিয়র ত্রয়ী বাবর আজম, শাহীন আফ্রিদি ও শাদাব খানকে চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুলোতে একাদশ থেকে বাদ দিয়ে তরুণদের সুযোগ দেওয়া উচিত।

একটি টিভি আলোচনায় আফ্রিদি বলেন, আমার যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকলে শাহীন, বাবর ও শাদাব—তিনজনকেই বসিয়ে দিতাম। নতুন ছেলেদের খেলাতাম, তাদের আত্মবিশ্বাস দিতাম। একই খেলোয়াড়দের বারবার সুযোগ দিয়ে লাভ কী, যদি তারা বড় ম্যাচে পারফর্মই না করে?

তিনি আরো বলেন, আমরা অনেক দিন ধরে এই খেলোয়াড়দের দেখছি। প্রত্যেকবার আশা করি বড় ম্যাচে তারা পারফর্ম করবে। তারা সিনিয়র খেলোয়াড়। যদি পারফর্মই না করে, তাহলে বেঞ্চে বসে থাকা জুনিয়রদের সুযোগ না দেওয়ার কারণ কী?

ভারতের বিপক্ষে ১৭৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাবর আজম মাত্র ৭ বলে ৫ রান করেন। বড় ম্যাচে তার ধারাবাহিক ব্যর্থতা নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। শাহীন আফ্রিদি বল হাতে ছিলেন সবচেয়ে ব্যয়বহুল। মাত্র ২ ওভারে ৩১ রান দেন তিনি, যার দুটি ওভারেই ১৬ করে রান খরচ হয়। এতে ভারতের ইনিংস শেষ দিকে গতি পায়। শাদাব খানও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ব্যর্থ হন। এক ওভারে ১৭ রান দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে করেন ধীরগতির ১৪ রান।

নিউজিল্যান্ডের নতুন অধিনায়ক অ্যামেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নারী ক্রিকেটের তরুণ অলরাউন্ডার অ্যামেলিয়া কারকে সব সংস্করণের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। তিনি সোফি ডিভাইনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

২০২৫ সালের বিশ্বকাপের পর ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন সোফি ডিভাইন। এছাড়া টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্বও ছেড়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞ এই তারকা।

২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেকের পর এখন পর্যন্ত ৮৪ ওয়ানডে ও ৮৮ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন অ্যামেলিয়া। ওয়ানডেতে তার রান ২ হাজার ৩০৪, গড় ৪১.১৪ ও উইকেট নিয়েছেন ১০৬টি। টি-টোয়েন্টিতে ১ হাজার ৪৫৩ রান করেছেন ১০৯.৭৪ স্ট্রাইক রেটে, সঙ্গে ৯৫ উইকেট নিয়েছেন মাত্র ৬.০৯ ইকোনমি রেটে। তিনি ইতিমধ্যেই দেশের তৃতীয় সর্বকালের শীর্ষ উইকেট শিকারী এবং চতুর্থ সর্বকালের শীর্ষ রান সংগ্রাহক।

চলতি মাসের শেষের দিকে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে সিরিজে দলের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কারে নতুন দায়িত্ব শুরু হতে যাচ্ছে। এর আগে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে দুটি ওয়ানডে ও দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অ্যামেলিয়া।

দায়িত্ব পাওয়ার পর দেওয়া এক বিবৃতিতে অ্যামেলিয়া বলেন, ছোটবেলা থেকে নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছি। দেশের অধিনায়কত্বের সুযোগ পাওয়া একটি বিশাল সুযোগ। অধিনায়কত্ব আমাকে বদলে দেবে না। আমি যেমন ছিলাম, তেমনই থাকব। দলকে নেতৃত্ব দিতে এবং দেশের জন্য সাফল্য আনতে সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব।

ঘরোয়া ক্রিকেটে তার নেতৃত্বের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ মৌসুমের সুপার স্মাশ টুর্নামেন্টে ওয়েলিংটন ব্লেজকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন অ্যামেলিয়া।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR